# রাজপুতকুসুম।

## (FLOWERS OF RAJPUT CHIVALRY.)

দ্বাদশটী সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত-বীরের বীর-কার্য্য-বর্ণন
গীতিকাব্য।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

"দ্যাখ্ রে জগৎ মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ্ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্ রে গগন,
স্বর্গ হ'তে সব দ্যাখ্ দেবগণ
জ্বলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।"

—সরোজিনী।

কলিকাতা,
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে,
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯১

# ভারত হিতৈষী

বাগ্মিপ্রবর

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বদেশ-প্রেমিক।

আপনি রাজনৈতিক গগনের ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া আপনার কীর্ত্তি-প্রভা দিগ্ দিগন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে। ভারতের হিতের জন্য—স্বজাতির উন্নতির জন্য—জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে আপনি যে রূপ আদর্শ দেখাইতেছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়পটে অমর অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। আমি ভারতের একটী ক্ষুদ্র-প্রাণ সন্তান—জন্মভূমির উপকারের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, কিন্তু এ সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। তবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার যত্নের এই সামান্য গাথা ছড়াটী আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম, আমার [illegible] বিদায় হইবে কি

লেখক।

# ভূমিকা

যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-চন্দ্রমার উজ্জ্বল কিরণে সমস্ত ভারতভূমি উদ্ভাসিত হইয়াছিল—যাঁহাদিগের অমোঘ বীর্য্যে দিল্লীর সিংহাসন বিলোড়িত হইয়া যমুনার অতল জলে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল—যাঁহারা স্বদেশ, স্বধর্ম্ম রক্ষার জ্বলন্ত মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া সমস্ত অবনীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা শত শত বৎসর যবনগণের কঠোর অত্যাচার বক্ষে ধারণ করিয়া সমভাবে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বিশ্বব্যাপিনী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—অদ্যাপি যাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় নাম রাজপুতানার পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে, নগরে নগরে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে—আজি আমরা তাঁহাদিগকে বঙ্গবাসিগণের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলাম।

মহাত্মা কর্ণেল টডের সংগৃহীত অমূল্য রত্ন ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই গদ্যে লিখিত ; অধিকন্তু এরূপ অমূল্য রত্নের বিভিন্ন প্রকারে বহুল-প্রচার নিতান্ত আবশ্যক। তাই আমরা আজি এই গীতিকাব্যখানির অবতারণা করিলাম। ইহাতে যে সম্যক্ সফল-প্রযত্ন হইব, এমত আশা নাই; তবে লেখক যত দূর পারিয়াছেন, সাধ্যানুসারে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। ভারতের কৃতী-পুত্রগণের অপূর্ব্ব চরিত্র গাহিতে ইচ্ছা হয় বলিয়াই তিনি হৃদয় ভরিয়া গাহিয়াছেন। তাঁহার গীত সুললিত হউক.

বা নাই হউক, তাহাতে তিনি লজ্জিত নন। স্বজাতির নিকট স্বজাতির গুণ কীর্ত্তনে লালিত্যের কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই; লেখক সেই সাহসে আজ প্রকাশ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভরসা, করি শিক্ষিত বঙ্গভ্রাতৃগণ এই নবীন লেখকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন।

পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে যোগেশকাব্য-প্রণেতা কবি-বর ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; তিনি পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, কাশিমবাজার-নিবাসিনী দানশীলা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। ইতি।

শ্রীআশুতোষ শর্ম্মা,
প্রকাশক।

বহরমপুর কলেজ।
১৫ই বৈশাখ,
সন ১২৯১ সাল।

# গ্রন্থকারের দুই একটী কথা।

নবীন গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে যে সহস্র দোষ আছে তাহা অবগত আছেন। যে কয়টী ফুল লইয়া এই মালা ছড়াটি গাঁথিয়াছেন সে গুলি তাঁহার কঠোর ও অপবিত্র হস্তে পড়িয়া হয়ত ছিন্ন ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে! যে গুণে সেই ফুল কয়টী গ্রথিত হইয়াছে, তাহাও হয়ত—হয়ত কি নিশ্চয়ই—অতি হ্রস্ব ও অতি কঠোর,—কোমল ও পবিত্র ফুলগুলির সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যেটী যেমন ভাবে সাজান উচিত ছিল, সেটী তেমন ভাবে সাজান হয় নাই—দেবাদপি মহান্ বীরগণের জীবন-নাটকের যে অঙ্কের অভিনয় দেখান উচিত ছিল হয়ত তাহা দেখান হয় নাই।

তাহা হয় নাই তাহা গ্রন্থকার বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন। রাজপুতানার বীররমণী ও বীরপুরুষগণের সেই পবিত্রাদপি পবিত্র, সেই উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বল, সেই অপূর্ব্ব অব্যক্ত চরিত্র চিত্রিত করা কবির সাধ্যায়ত্ত কি না সন্দেহ। হৃদয়ে এমন ভাব নাই, ভাষায় এমন শব্দ নাই, যাহাতে সেই ভাব পরিস্ফুট রূপে অঙ্কিত হইতে পারে। পারিজাত অপেক্ষাও কত কত সুন্দর সুগন্ধি ফুল রাজপুতানার মরুভূমিতে অজ্ঞাতভাবে ফুটিয়া নিজ নিজ বিমল সৌরভে মরুভূমির উত্তপ্ত বক্ষকে শীতল করিয়াছে; কত পুরুষ কত রমণী স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য হাসিতে হাসিতে বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়ের সমস্ত শোণিত ঢালিয়া দিয়াছে;—ইতিহাস-বেত্তা তাহাদের সংবাদ লয় নাই—উন্মত্ত কবি সে দিকে ফিরিয়াও দেখে নাই। রাজপুতানার ভাণ্ডার অক্ষয়, রাজপুতানার দেব-মানব চরিত্র অবর্ণনীয়—অনন্ত কাল ধরিয়া তাহাদের উদ্দেশে অনন্ত কালিদাস ও অসংখ্য সেক্ষপীর বীণা বাজাইলে তবে শোভা পায়। তবে গ্রন্থকারের এই ভগ্ন বীণা, ভগ্ন স্বর অথবা বালকের খেলাইবার বীণা ও অস্ফুট সুর লইয়া সেই

মহৎ চরিত্র গীত করিতে—সেই পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কের আরোপ করিতে—এ উন্মত্ত চেষ্টা কেন ?

'কেন ?' ভারতবাসী ! তাহা তুমি ভিন্ন কে আর বুঝিবে ? তুমিই কেবল জান, অনাদৃত, পদ-বিমর্দ্দিত, হৃতসর্ব্বস্ব ভারতবাসীর ভগ্ন-হৃদয়ের কেবল সেই একমাত্র সান্ত্বনাদায়ক স্মৃতি 'কি ছিলাম ?' যখন হৃদয় জ্বলিয়া উঠে তখন সেই পূর্ব্বস্মৃতির গান গাহিয়া হৃদয় জুড়াই। গীত ভাল হউক আর মন্দ হউক তাহাতে আমার কি ? আমি যশ চাহি না, মান চাহি না, ধন চাহি না। আমি চাই, সকলে মিলিয়া উন্মত্ত হইয়া সেই গীত গান করুক !

কি আর বলিব ? পাঠক ! এই গান শুনিয়া যদি তোমার ইহা অপেক্ষা ভাল করিয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়, এই মালা দেখিয়া যদি তোমার ভাল করিয়া মালা গাঁথিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব—তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

পরিশেষে যাঁহারা রাজপুত-কুসুমের প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বনামখ্যাত কবি ঈশানচন্দ্র সবিশেষ শ্রম স্বীকার করত ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আর এই গ্রন্থের প্রকাশক যাঁহারই যত্নে রাজপুতকুসুম মালাকারে পরিণত ও সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। অলমতিবিস্তরেণ—

গ্রন্থকার।

# সূচিপত্র

# রাজপুতকুসুম।

## বাপ্পারাও।

"'হিন্দু সূর্য্য' আর 'রাজগুরুদেব',
হইল বীরেন্দ্র বাপ্পার নাম;
ভবেশের দাস, দেবের চিহ্নিত,
অজর অমর,।

চারু অরণ্যানী হাসে মনোহর,
শ্যামল বিটপী হৃদয়ে ধ'রে;
হাসিতেছে তরু, নবীনা লতিকা,
হৃদে হৃদে বাঁধি' আনন্দ

২

ফুলসাজ পরি,' সমীর হিল্লোলে
তরু সুশোভিনী লতিকা বালা,
দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া,
মনের সোহাগে করি'ছে খেলা।

৩

লতিকা বালার সোহাগ দেখিয়া,
হরষিত চিত বিহগ চয়
বসিয়া শ্যামল বিটপীর শাখে,
ছড়াই'ছে তান কাননময়।

৪

নিবিড় কানন, কোন খানে তা'র,
হরিণ খেলি'ছে হরিণী সনে ;
আবার কোথাও শশক নিচয়,
করি'ছে ভ্রমণ অভয় মনে।

৫

উন্নত মস্তকে—গগন ভেদিয়া,
সেই শান্তিময় কানন মাঝ,
দৃঢ় কলেবর করিয়া ধারণ,
শোভি'ছে ত্রিকূট অচলরাজ।

৬

একটী বালক রাখালের বেশে,—
সেই সে বিজন নিভৃত বনে,
দাঁড়া'য়ে একাকী সহাস্য বদনে,-
চরাই'ছে ধেনু প্রফুল্ল মনে।

৭

কখন হাসি'ছে—কখন নাচি'ছে,—
কখন গাহি'ছে 'ভবানী' নাম,—
কখন খেলি'ছে গাভীগণ সনে,—
কভু বা ছিঁড়ি'ছে লতিকা-দাম।

৮

দেখিতে দেখিতে সে বন মাঝারে,
পশিল কতটী সরলা বালা ;
সহসা যেন সে আঁধার কানন,
রূপের আভায় হইল আলা।

৯

ক্ষণকাল ধরি চঞ্চল চরণে,—
কি যেন খুঁজিল বালিকা সবে ;
পরে সে বালকে হেরিয়া নয়নে,—
কহিতে লাগিল মধুর রবে।

১০

"শুন রে রাখাল—শুন একবার,
রাখ আমাদের একটী বাণী
রাজার নন্দিনী খেলিবে ঝুলনী
পার দিতে রজ্জু একটু খানি ?"

১১

মধুর হাসিয়ে কহিল বালক,—
"শুনলো যতেক সরলা বালা,
কর যদি মোরে পতিত্বে বরণ,
দিব রজ্জু তবে করিতে খেলা।"

১২

কহিলা কৌতুকে—রাজবালাগণ—
"এস তবে ওহে রাখালরাজ;
আমরা তোমায় প্রফুল্ল অন্তরে,—
পতিত্বে বরণ করিব আজ।"

১৩

এতেক কহিয়া রাজকুমারীর
বসন বাঁধিয়া তাহার বাসে,—
নাচিতে লাগিল ধ্বনিয়া কানন,
নূপুর-নিক্কণে—মধুর হাসে।

১৪

কানন ভিতরে—সহকার-তলে,—
বিবাহ-ব্যাপার সাধিত হয়;
এয়ো হ'ল যত লতিকাসুন্দরী,
হুলুধ্বনি করে বিহগচয়।

১৫

পরে সবে মিলি' ঝুলনী খেলিয়া,
গমন করিল প্রসন্না হ'য়ে ;
গোপাল (ও) তখন কানন ত্যজিয়া,
চলিল হরষে গোপাল ল'য়ে।

১৬

দেখিতে দেখিতে কতই বরষ,
অনন্ত কালেতে মিশা'য়ে গেল ;
শেষেতে শোলাঙ্কিরাজতনয়ার
বিবাহ বয়স আগত হ'ল।

১৭

একদা জনেক গণক আসিয়া,
নিরখি ভূপতি বালার হাত,—
কহিল গণিয়া—"বিবাহ ইহাঁর
হ'য়েছে নিশ্চয় কাহার (ও) সাথ।"

১৮

এই কথা শুনি' শোলাঙ্কিভূপতি,
আদেশিলা ক্রোধে হইয়া ভোর—
"কর অন্বেষণ কাহার সহিত,
পরিণীতা হ'ল তনয়া মোর।"

১৯

অনেক সন্ধানে হইল প্রকাশ,—
'রাজকুমারীর রাখাল পতি';
শুনিয়া রাখাল গিরির গহ্বরে
লইল আশ্রয় ত্বরিত গতি।

২০

সেই অচলের অন্যতম দেশে,—
শিবলিঙ্গ এক আছিল স্থিত;
এক তপোধন সমুখে তাঁহার,
উপবিষ্ট ধ্যানে একাগ্রচিত।

২১

একদা রাখাল ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
সেই গুহামাঝে প্রবেশ করি'
ভকতির সহ করিল বন্দনা
সেই তপোধনে চরণে ধরি'।

২২

সেই তপোধন—মহর্ষি হারীত,
হইয়া সদয়—রাখাল পর,
'মাহেশ্বর মন্ত্রে' করিয়া দীক্ষিত,
'সমরে অজেয়' দিলেন বর।

২৩

প্রবাদ—শিবাও হইয়া সদয়,
আপনি আসিয়া রাখাল সনে,—
বর্ম্ম, চর্ম্ম, শস্ত্রে করিয়া সজ্জিত,
বর দেন "হও অভেদ্য রণে"।

২৪

তখন রাখাল সে নিভৃত গুহা
ত্যজিয়া চলিল সমর সাজে ;—
গোরক্ষ নামক সিদ্ধপুরুষেরে,
করিল দর্শন পথির মাঝে।

২৫

তাঁহার নিকট হইতে রাখাল,
লভে একখানি দ্বিধার অসি,—
যাহার ভীষণ প্রচণ্ড আঘাতে
পড়ে গিরিশৃঙ্গ ভূতলে খসি'।

২৬

অবশেষে আসি' চিতোর নগরে,
হইল রাখাল সৌভাগ্য-যুত ;
ক্রমে সবে তা'র পেয়ে পরিচয়,
জানিল রাজার ভগিনী-সুত।

২৭

রাখাল এখন, রাজভাগিনেয়
পাইল রাজার সামন্তপদ ;
ভীষণ দ্বিধার কৃপাণ সহায়ে,—
করিল যতেক অরাতি-বধ।

২৮

ক্রমে চিতোরের নৃপতিমুকুট,—
রাখাল **বাপ্পার** শিরেতে উঠে ;
"**হিন্দুসূর্য্য**" নামে—মহিমা যাহার
রাজস্থান ময় আজিও ছুটে।

২৯

কাঁপিল কাশ্মীর, গান্ধার, গজনী,
কাঁপিল ইরাণ, তুরাণ আজ,
ভারত জুড়িয়া হ'ল জয়ধ্বনি—
'জয় বাপ্পারাও চিতোর-রাজ'।

# সমর সিংহ।

"মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর
শোণিতে আরক্ত কায়,
অস্ত গেলা রবি হায়,
অস্ত গেল ভারতের গৌরব-ভাস্কর।"
পলাশীর যুদ্ধ।

১

দিল্লী নগরীর চরণ প্রক্ষালি'—
বহি'ছে যমুনা মধুর স্বরে ;
যমুনা-হৃদয়ে তরঙ্গ লহরী,
খেলি'ছে দুলি'ছে সমীরভরে।

২

একদিন এই দিল্লীর আসনে,
ছিলেন নৃপতি **অনঙ্গপাল**
আজিও বিশাল ভারতে যাঁহার—
বিস্তৃত অসীম মহিমা জাল।

৩

অয়স শরীর **ভোলা ভীমরায়**
পত্তননগরে আসন'পরে ;
রণক্ষেত্রে ধ্রুব তারকার ন্যায়
**বীরজিৎ**—আবু অচল শিরে।

৪

সুপ্রচণ্ড লৌহ-শলাকার ন্যায়
গিবারে **সমর**—যবন-অরি ;
ভীষণ মরুর প্রতাপ স্বরূপ
মুন্দারে **নাহর** কিরীটধারী।

৫

কাঁপিত সকলে ভয়ে থরহরি,
যেই অনঙ্গের বিক্রম ভরে,—
এখন তাঁহার দুহিতা তনয়,
**পৃথ্বীরায়** দিল্লী আসন'পরে।

৬

আজি পথ,ঘাট দিল্লী নগরীর,
ঘোর কোলাহল জনতাময় ;
যেখানে সেখানে মিলিয়া সকলে,
গাহি'ছে আনন্দে রাজার জয়।

৭

নগর-বাহিরে দুর্গের সমুখে—
শ্যাম তৃণময় প্রান্তর মাঝে,
দাঁড়া'য়ে যতেক রাজপুতগণ,
সজ্জিত হইয়া সমর সাজে।

৮

হেন কালে তিন সমর-কুশল—
বীরবর তথা আসিল ধীরে;
অমনি 'জয় মা ভবানী' আরাব,
ধ্বনিল সকলে ভীষণ স্বরে।

৯

একজন তার জটাজূটধারী,
বিভূতি-ভূষিত, আয়ুধ করে;—
আর জন যুবা, বর্ম্ম-পরিহিত,—
উলঙ্গ কৃপাণ বিক্রমে ধরে।

১০

অপর কিরীটী, রাজবেশধারী,—
বিশাল উরস, মৃদুল গতি,
যেন বা শঙ্কর কার্ত্তিকেয় সনে
অসুর-নিধনে ত্রিদিব-পতি।

১১

অই জটাধারী **যোগীন্দ্র সমর**
যুবক **কল্যাণ**—তনয় তাঁর,
তৃতীয় বীরেন্দ্র রাজা **পৃথ্বীরায়**
কম্পিত যবন বিক্রমে যাঁর।

১২

যোগীন্দ্র-আদেশে—রাজপুত-চমূ,
ত্যজিয়া দিল্লীর তোরণ-দ্বার,
চলিল প্রচণ্ডা গিরিনদী মত,—
নিষ্কোষিয়া অসি সুতীক্ষ্ণ ধার।

১৩

অস্ত্রের ঝননে,—তুরঙ্গের রবে,—
বীরের বিরাট-চরণ-ভরে,—
কাঁপিতে লাগিল বসুন্ধরা সতী,
রণ-মাতঙ্গের ভীষণ স্বরে।

১৪

এদিকে দুর্দ্দান্ত যবন নিকর
পূত হিন্দু ধর্ম্ম উচ্ছেদ তরে,—
নিষ্কোষি-কৃপাণ হ'ল অগ্রসর,
কৃতান্ত-কিঙ্কর মূরতি ধ'রে।

১৫

পবিত্র সলিলা দৃষদ্বতী তীরে,
তিন দিন ধরি হইল রণ ;
তৃতীয় প্রভাতে করিল ছলনা,—
বিশ্বাসঘাতক যবনগণ।

১৬

আজ শেষ দিন, রক্তিম তপন,
আর্য্য-পরাক্রম দর্শন তরে,
উঠিলেন যেন পূরব অম্বরে,
ভারত ভুবন উজল ক'রে।

১৭

সহসা সম্মুখে যবন-দামামা,
হ'ল নিনাদিত ভীষণ রবে ;—
না হ'তে সে রব শূন্যেতে বিলীন,—
সাজিল অমনি ক্ষত্রিয় সবে।

১৮

একদিকে উঠে 'আল্লাহো' শবদ,—
অপর দিকেতে 'ভবানী' রব,—
বিদীর্ণ করিয়া অনন্ত গগন,
কাঁপা'য়ে সঘনে দিগন্ত সব।

১৯

'জয় মা ভবানী' বলিতে বলিতে,
আনন্দে যতেক ক্ষত্রিয় বীর,
হানি, খরশান ভীষণ কৃপাণ,
ছেদিতে লাগিল যবন শির।

২০

সেই স্রোত মাঝে যোগীন্দ্র সমর,
ধরি করবাল ভীষণ শূল,
ছুটিয়া ছুটিয়া—ভীষণ আঘাতে,
নাশিতে লাগিল অরাতিকুল।

২১

"কোথায় যবন সাহেব উদ্দীন—"
বলি ঘন ঘন গর্জ্জন করি,
বীরেন্দ্র কল্যাণ লাগিল যুঝিতে,
শাণিত কৃপাণ সানন্দে ধরি।

২২

সহসা কয়টী যবন সেনানী
আক্রমি' কল্যাণে দ্বিগুণ বলে,
ব্যর্থ করি' তাঁর ভীম পরাক্রম,
করিল শায়িত সমরস্থলে।

২৩

আবার এদিকে রাজা পৃথ্বীরায়,
যুঝি বহু ক্ষণ বিক্রম ভরে,—
ক্রমে রণশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বীর,
হইলেন বন্দী যবন-করে।

২৪

তখন যোগীন্দ্র ক্রোধে গরজিয়া,-
হৃদয়ে বাঁধিয়া দ্বিগুণ বল,—
প্রভঞ্জন বেগে হ'য়ে অগ্রসর,
দ্রুত আক্রমিল যবন-দল।

২৫

সমরের সেই ভীষণ সময়ে
ব্যথিত হইয়া যবনগণ,
একটী একটী করিয়া তখন,
লাগিল পলা'তে ছাড়িয়া রণ।

২৬

সহসা ছুটিল অলক্ষ্যে সবার,
ম্লেচ্ছদল হ'তে একটী তীর ;
সেই শরাঘাতে—অনন্ত শয্যায়,-
হ'লেন নিদ্রিত সমর বীর।

২৭

বন্দী পৃথ্বীরায়,—নিদ্রিত সমর,
ভারতের আশা বিলীন প্রায় ;
ডুবিল ভারত-গৌরব-তপন,
আর না উদিল ভারতে হায় !

২৮

যেই দৃষদ্বতী-পুলিনে বসিয়া,
মহানন্দে-আর্য্য-মহর্ষি চয়,—
সামবেদ গানে এ তিন ভুবন,
করিয়াছিলেন মঙ্গলময়।

২৯

আবার সে গান করিয়া শ্রবণ,
যেই দৃষদ্বতী মনের সুখে,—
নাচিতে নাচিতে—কুলকুলস্বরে—
করিত গমন সাগর-মুখে।

৩০

আজি তার তীর—ভীষণ শ্মশান,-
শকুনি, গৃধিনী, আনন্দে ভ্রমে,
বিষাদে তপন হ'লেন আবৃত,
সেই শ্মশানের চিতার ধূমে।

# পৃথ্বীমল্ল।

'শাণিত কৃপাণ করে চল যাই রণে
স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্ম্মের তরে,
নিবাই কৃপাণ-তৃষা যবন-শোণিতে।"

রঙ্গমতী

১

মহাতীর্থ ভূমি—পূত গয়া-ধামে,—
সমবেত আজি বীরেন্দ্র সব ;
প্রতি হর্ম্ম্য-শিরে উড়ি'ছে নিশান,
করি পত পত মধুর রব।

২

বিক্রম কেশরী-আর্য্য-বীরগণ,
সমর-সজ্জায় সজ্জিত কায় ;
মনের উল্লাসে গগন ভেদিয়া,
ডাকি'ছে সঘনে ভবানী মায়।

৩

পাপ ম্লেচ্ছগণ পূত গয়া-ধামে
সনাতন ধর্ম্ম বিলোপ তরে,
করি'ছে নিয়ত কতই যতন,
ভীম পরাক্রম প্রকাশ ক'রে।

৪

যবনের বল করিতে বিফল,
খ্যাতনামা পাঁচ চিতোর-বীর,
বিপুল বিক্রমে যুঝি' বহু দিন,
একে একে রণে দিয়াছে শির।

৫

তথাপি যবন না হ'য়ে বিরত,
সমর-সজ্জায় আবার সাজি',
'আল্লাহো' শবদে মাতাইয়া দিশি,
পুণ্য গয়াধামে আগত আজি।

৬

যেই বিষ্ণু-পাদ-পীঠে আর্য্যগণ,
করে পিণ্ড দান ভকতি ভরে,—
আজি কি না সেই সুপবিত্র শিলা,
অপবিত্র হ'বে যবন-করে ?

৭

থাকিতে শোণিত আর্য্য-ধমনীতে,—
ক্ষত্রিয়ের করে থাকিতে অসি,—
স্পর্শিতে সে শিলা না দিবে যবনে
পুণ্য গয়াধামে বিক্রমে পশি'।



৮

তাই চিতোরের গৌরব-ভাস্কর
**পৃথ্বীমল্ল** বীর সজ্জিত হ'য়ে,
ব্যর্থ করিবারে যবন-বিক্রম,
সমাগত যত বীরেন্দ্র ল'য়ে।

৯

সেই হেতু আজি আর্য্য বীরগণ,
গাহি'ছে আনন্দে আর্য্যের জয় ;
সেই জয়-নাদ করিয়া শ্রবণ,
ভয়ে কম্পমান যবন চয়।

১০

চিতোর ঈশ্বর—পৃথ্বীমল্ল বীর,—
সমর পিপাসু সেনানী সবে,
করি' দরশন, হ'য়ে অগ্রসর,
বলিলেন তবে গভীর রবে।—

১১

"বীরেন্দ্রনিকর! পাপিষ্ঠ যবন,
প্রচণ্ড বেগেতে আগত প্রায় ;
আর্য্যধর্ম্ম-লোপ হইবে ভারতে,
দাঁড়া'য়ে সকলে দেখিবে হায়

১২

"দেবের মন্দির চূর্ণীকৃত হ'য়ে,
ম্লেচ্ছের মসিদ উত্থিত হ'বে,
থাকিতে শোণিত—ধমনী ভিতরে,—
আর্য্য বীরগণ নীরব র'বে ?

১৩

"শাণিত-কৃপাণ খেলনা যাদের,
গিরি উপত্যকা—ক্রীড়ার স্থল,—
সেই বীর জাতি থাকিতে হেথায়,
পশিবে পিশাচ যবন দল ?

১৪

"'ভবানী মায়ের বাছনি' বলিয়া
করে অহঙ্কার যাহারা সবে,
যবনের ছার পরাক্রম দেখি',
আজি সেই জাতি নীরব র'বে ?

১৫

" অই দেখ অই মন্দির উপরে,—
আর্য্যধর্ম্ম-ধ্বজা—মধুর স্বনে,
সঙ্কেত করি'ছে—হেলিয়া দুলিয়া—
অবতীর্ণ হ'তে—পবিত্র রণে।

১৬

"হও অগ্রসর—আর্য্য বীরগণ,
বিজয়-নিশান—ধরিয়া করে ;
যবন-বাহিনী—করিয়া দলন—
তুল কীর্ত্তি-ধ্বজা—অবনী'পরে।

১৭

শুনিয়া সে কথা ক্ষত্রিয় গণের
শিরায় শোণিত উছলি' উঠে ;
'জয় মা ভবানী'—বলিতে বলিতে,
নিষ্কোষি' কৃপাণ, অমনি ছুটে।

১৮

দেখিতে দেখিতে—'আল্লাহো'শবদে—
ঝাঁপিল যতেক যবনগণ ;
দেখিতে দেখিতে—মুহূর্ত্ত ভিতরে—
ক্ষত্রিয় যবনে বাধিল রণ।

১৯

আর্য্যবীরগণ দ্বিগুণ-প্রতাপে,
নাশিতে লাগিল যবন চয়ে ;
আবার যবন ভীম পরাক্রমে,
লাগিল যুঝিতে অকুতোভয়ে।

২০

পুরাকালে যথা রাখিতে অমরা,
যুঝিয়াছিলেন ত্রিদিবরাজ;
তেমতি পবিত্র গয়া রক্ষিবারে,
পৃথ্বীমল্ল বীর যুঝি'ছে আজ।

২১

একবার আসি' যবন নিকর,
আক্রমণ করে ক্ষত্রিয় গণে;
পরক্ষণে পুনঃ রাজপুত চমূ,
আক্রমে যবনে নির্ভয় মনে।

২২

'জয় শিব শম্ভো', 'আল্লাহো', শবদে,-
মিশিয়া একটী ভীষণ রব,—
ঘন ঘন উঠে আকাশ ভেদিয়া,
কম্পিত করিয়া দিগন্ত সব।

২৩

ক্ষত্রিয় কৃপাণ উঠিল ঝলসি',
পতিত হইল যবন-শিরে,
অমনি কতই শ্মশ্রুধারী বীর,
হইল শায়িত ধরণী পরে।

২৪

ক্রোধে গরজিয়া যবননিকর,
ক্ষত্রিয় উপরে পড়িল আসি',
হইল তথায় অপূর্ব্ব সমর,
স্তূপীকৃত মৃত সেনার রাশি।

২৫

সহসা বীরেন্দ্র পৃথ্বী-শিরে এক
উঠিল কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ধার,
পুণ্য গয়াধামে স্বধর্ম্মের তরে
ত্যজিলেন বীর জীবন-ভার!

২৬

তখন যবন 'আল্লাহো' শবদে,—
অনন্ত গগন বিদীর্ণ করি,'—
ভীমা অসি-ঘাতে ক্ষত্রিয়-বাহিনী
করিল পাতিত ধরিত্রী'পরি।

২৭

যদি ও যবন রাজপুতগণে
দলিত করিয়া লভিল জয়,
তথাপি পবিত্র পুণ্য গয়াধামে
প্রবেশ করিতে পাইল ভয়।

২৮

দেখিল তাহারা, আর্য্যবীরগণ,—
স্বদেশ—স্বধর্ম্ম-রক্ষার তরে,
অমূল্য জীবন দিতে বিসর্জ্জন—
অণুমাত্র কভু নাহিক ডরে।

২৯

আজি চিতোরের পৃথ্বীমল্লবীর,—
আপন শোণিত করিয়া দান,
রক্ষিলেন পূত পুণ্য গয়াধামে,—
রাখিলেন আর্য্য ধর্ম্মের মান।

৩০

ত্রিদিব হইতে অমর নিচয়,—
দেখিলেন আজি পুলক ভরে,—
—জীবন্ত আদর্শ—ধন্য আত্মত্যাগ-
আর্য্য সনাতন ধর্ম্মের তরে।—

# বাদল।

"চপলার প্রায় যথা তথা,
অতিবেগে ধায় মহারথা,
যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা।"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

১

আজি—
চিতোর দুর্গের সমুখে দাঁড়ায়ে,
বিষাদিত চিত বীরেন্দ্র সব ;—
চিন্তার তরঙ্গে ভাসি'ছে হৃদয়,
কার(ও) মুখে নাহি একটী রব।

২

**পদ্মিনী** রতনে লভিবার তরে,
পাপ **আলাদীন** যবন-রাজ,—
অগণন সেনা করিয়া সহায়,
চিতোর পুরীতে আগত আজ।

৩

একে ত যবন পশুর অধম,
তাহে মহিষীর হেরিয়া রূপ,
ধ্বনসি চিতোর লভিতে সে ধনে,
পাগল হ'য়েছে যবন-ভূপ।

যে উজ্জ্বল রত্ন—ভারত ভুবনে,—
বিকাশি'ছে নিজ বিমল কর ;—
সে রত্ন না পরি' স্বীয় কণ্ঠদেশে,
পারে কি থাকিতে যবন বর ?

৫

বন্দী ভীমসিংহ যবন শিবিরে,
তাই আজি তাঁর উদ্ধার তরে,—
রাজরাণী বীরা পদ্মিনী সুন্দরী
গিয়াছেন তথা ছলনা ক'রে।

৬

চিন্তার তরঙ্গে হ'য়ে বিচলিত,
কহে মনে মনে ক্ষত্রিয় চয় ;—
'কর মা মঙ্গল—শিবানি, শঙ্করি,
যেন আশা আজি সফল হয়।'

৭

এমন সময় দেখিতে দেখিতে,
দ্রুতগামী দুই তুরগ'পরে,
একটী পুরুষ,—একটী রমণী,—
আসিল উলঙ্গ কৃপাণ করে।

৮

অমনি পুলকে মাতিয়া তখন,
করিল নিনাদ ক্ষত্রিয় চয় ;—
আকাশ ভেদিয়া উঠিল সে রব---
'জয় মহারাণী—রাণার জয়'।

৯

মুক্ত ভীম সিংহ—রাণীর কৌশলে ;
আনন্দের মদে সকলি ভোর ;—
সহসা কিন্তু সে ভাব দূরে গেল,
উদিত হইল বিষাদ ঘোর।

১০

বিমুক্ত রাণায় অনুসরি' এবে,
সশস্ত্র একটী যবন দল,
বিপুল বিক্রমে ঘেরিল আসিয়া
চিতোর দুর্গের সম্মুখ স্থল।

১১

অকস্মাৎ সেই ভীম দরশনে,
স্তম্ভিত হইল ক্ষত্রিয় সবে ;
কিন্তু ক্ষণ ব্যাজে নিষ্কোষিলা অসি,
আস্ফালি' বিক্রমে ভীষণ রবে ।

১২

হইল ধাবিত বীরেন্দ্র নিকর,
প্রভঞ্জন বেগে যবন'পরি ;—
ঘূর্ণিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অসি,—
শত্রুগণে খণ্ড বিখণ্ড করি' ।

১৩

অমনি সঘনে 'আল্লাহো' নিনাদ—
করিয়া যতেক যবন বীর ;
বিপুল বিক্রমে মাতিল সমরে,
জয় পরাজয় নাহিক স্থির ।

১৪

ক্ষত্র বীরগণ মনের উল্লাসে ;—
হানিতে লাগিল—ভীষণ অসি ;
আঘাতে আঘাতে যবনের শির,
পড়িতে লাগিল ভূতলে খসি' ।

১৫

বীর পদভরে কম্পিত মেদিনী,—
ভীম রবে নভ বিদীর্ণ হয়,—
মহাপ্রলয়ের যেন আবির্ভাব
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড করিতে লয়।

১৬

কাহারো মস্তক যায় গড়াগড়ি,—
কারো হাত খসি' পড়িল ভূমে,—
কাহারো চরণ গিয়াছে ছিঁড়িয়া,
কেহ বা পড়িয়া ধরণী চুমে।

১৭

সেই ভয়ঙ্কর সমর-সাগর
মথিত করিয়া মনের সুখে,
দুইটী বীরেন্দ্র নির্ভীক হৃদয়ে,—
হ'য়েছে ধাবিত অরাতি-মুখে।

১৮

একটী তাহার **গোরা** বীরবর,—
ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর অপর জন—
দ্বাদশ বর্ষীয়, বালক **বাদল,**
ক্রীড়াই যাহার কেবল রণ।

১৯

শুনেছি দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র-রণে—
ব্যূহভেদে **ভীম** অক্ষম হয় ;
শিশু **অভিমন্যু** ভেদিয়া সে ব্যূহ,-
মথিয়াছিলেন কৌরব চয় ।

২০

কিন্তু আজি দেখি গোরায়, বাদলে,
বোধ হয় ভীম আৰ্জ্জুনি সহ
নিপাত করি'ছে অরাতি কটক,
বীর পরাক্রমে ভেদিয়া ব্যূহ ।

২১

সবার অগ্রণী বীরবর গোরা,—
পিছে বীরশিশু বাদল চলে;
যবন-বাহিনী হ'য়ে বিদলিত,
পড়িতে লাগিল সমরস্থলে ।

২২

বহুক্ষণ ধরি' যুঝি' ঘোরতর;
নাশি' অগণন যবন-বীরে,
বীর-সিংহ গোরা হ'লেন শায়িত—
ভাসা'য়ে চিতোরে বিষাদ-নীরে ।

২৩

প্রবল আশ্বাস হ'ল ভঙ্গ এবে,—
নেতৃহীন হ'ল ক্ষত্রিয় সব ;
গগন ভেদিয়া, হইল উত্থিত,—
'জয় দিল্লীশ্বর' 'আল্লাহো' রব।

২৪

তখন দ্বিগুণ বিক্রমে বাদল,—
সেই অগণন অরাতি সনে,
লাগিলেন একা সাহসে যুঝিতে,—
বিমথিত করি' যবনগণে।

২৫

কিন্তু অবিলম্বে যবন নিকর,
চৌদিকে বাদলে ঘেরিল আসি',—
চারি দিক হ'তে লক্ষ্য করি তাঁয়,
হানিতে লাগিল আয়ুধ রাশি।

২৬

দেখিতে দেখিতে আগতা রজনী,—
আঁধার হইল সমর-স্থল,
কেহই কিছুই না পায় দেখিতে,
ব্যাকুল হইল যবন-দল।

২৭

বাদল তখন সময় বুঝিয়া,—
'বম্ হর হর'—বলিয়া মুখে,
আর্য্য-বীর দাপে ম্লেচ্ছের সহিত,
লাগিল যুঝিতে মনের সুখে।

২৮

বীর শিশু আজি উন্মত্ত সমরে,
হানে ভীম শূল অশনি সম;
বিজলী সমান ঘুরি'ছে কৃপাণ,
চমকি নিশির ভীষণ তম।

২৯

ম্লেচ্ছ অনিকীনী মাঝারে পড়িয়া,
শত অস্ত্রাঘাত উপেক্ষা ক'রে,
শাণিত অসির শোণিত পিপাসা,-
মিটান বীরেন্দ্র আনন্দ ভরে।

৩০

'জয় মা ভবানী' বলিতে বলিতে,
কাটি অগণন যবন-শির,—
নির্ব্বিঘ্নে ভেদিয়া যবনের ব্যূহ—
উত্তরিলা দুর্গে বাদল বীর।

# হামির।

"দুর্ব্বিনীত-দেব-দ্বেষি-দনুজ পরশে
পবিত্র অমরপুরী কলঙ্কিত আজ ;
জ্যোতি-হৃত, স্বর্গচ্যুত, স্বর্গ অধিবাসী,
দেববৃন্দ ভ্রান্ত চিত্ত পাতাল প্রদেশে।"

বৃত্রসংহার।

১

ধীরে ধীরে ধীরে রক্তিম তপন,
তৃতীয় আশ্রমী তাপস বেশে,
সৌম্য মূর্ত্তি ধরি' বসিলেন আসি,
অস্ত-অচলের শিখর দেশে।

২

ভুবন-মোহিনী গোধূলি সুন্দরী,—
ধূসর বসনে ঘোমটা টানি'
ধীরে আবরিত করি'ছেন নিজ
কমনীয় চারু বদন খানি।

৩

অদূরে উন্নত ভূধর শিখরে,
ঝিকি মিকি করে তপন-কর ;
যেন পীত-রাগ-কনকে মণ্ডিত,
হইয়াছে এবে অচলবর।

৪

সেই মনোহর গিরিপাদ দেশে
দাঁড়ায়ে একটী তরুণ বীর,
বিশাল উরস—প্রশস্ত ললাট,—
ভীম ভুজদ্বয়,—উন্নত শির।

৫

আজি চিতোরের স্বর্গীয় সুষমা
করেছে হরণ যবনগণ ;
অনল-শিখায় হয়েছে আহুত,—
রাজপুতানার সর্ব্বস্ব ধন।

৬

আর্য্য-কুল-লক্ষ্মী শৃঙ্খলিতা আজি,
পিশাচ-প্রকৃতি যবন-করে ;
একটী প্রদীপ—জ্বলি'ছে কেবল,—
শিশোদীয়কুল রক্ষার তরে।

৭

সেই চিতোরের গৌরব-প্রদীপ
বীর-চূড়ামণি **হামির** একা,
দাঁড়াইয়া এক গিরিপাদ দেশে,
ললাটে বিষম চিন্তার লেখা।

৮

চিন্তার তরঙ্গ হইলে স্থগিত,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি' হামির বীর,
চীৎকারি' বলিতে লাগিলেন তবে,
তুলি' বীরদর্পে উন্নত শির।

৯

"হায় রে. চিতোর। যবনের দাস
উপবিষ্ট তব আসন'পরে;
শিশোদীয়-রাজ-কুল-লক্ষ্মী আজ—
শৃঙ্খলিত তারি ঘৃণিত করে!

১০

"বীর বাপ্পা রাও, যোগীন্দ্র সমর,
পবিত্রিল যেই আসন, হায়,
যবনের দাস পাপ **মালদেব,**
কলঙ্কিত আজি করি'ছে তায়!

১১

"আমি নির্ব্বাসিত চিতোর হইতে,
আমার রাজত্ব অপরে করে,
ধন্য রে নিয়তি, ধন্য বলি তোয়,
অপরূপ লীলা দেখা'স্ নরে।

১২

"না, না, তা কখন হবে না, হবে না,
থাকিতে হামির কইলবারে ;
কার সাধ্য আজি নিশ্চিন্ত হৃদয়ে,
সেই সিংহাসনে বসিতে পারে ?

১৩

"পাপ মালদেব ?—শ্বশুর আমার ?
শ্বশুর বলিয়া ছাড়িব তায় ?
ম্লেচ্ছ ক্রীত-দাসে রাজত্ব অর্পিয়া,
জড়পিণ্ড সম রহিব, হায় ?

১৪

"প্রতিজ্ঞা,—উদ্ধার করিব চিতোর,
ধরিয়া কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ধার ;
মালদেব সহ যবন নিকরে,
অচিরে পাঠা'ব চম্বল পার।"

১৫

এতেক কহিয়া বীরেন্দ্র হামির
গেলা ধীরে ধীরে প্রাসাদ মুখে ;
চিন্তা, ক্রোধ, ক্ষোভে হইয়া পীড়িত
পশিল ভবনে মনের দুখে।

১৬

বাছিয়া বাছিয়া নিপুণ সৈনিক,
বহু দিন ধরি' করিয়া স্থির,
পৈতৃক আসন করিতে উদ্ধার,
সাজিলেন ত্বরা হামির বীর।

১৭

হেথা মীর গণে করিতে দমন,
সমর-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে,
গিয়াছে চলিয়া মালদেব ভূপ,
যতেক প্রধান সেনানী ল'য়ে।

১৮

হামির তখন সময় বুঝিয়া,
ভবানী-চরণ-কমল স্মরি'—
চিতোর উদ্দেশে নিজ সৈন্য সহ,
চলিলেন ভীম মূরতি ধরি'।

১৯

কানন, ভূধর করি' বিলোড়িত,
চলিতে লাগিল বীরেন্দ্র চয় ;
তাহাদের সেই বীর-পদ-ভরে,—
সর্ব্ব রাজস্থান কম্পিত হয়।

২০

তোরণ সমুখে ক্রমে উপনীত,
বীর হামিরের সেনানীগণ ;
চিতোরের যত রণ-ধুরন্ধর,—
আস্ফালি বিক্রমে চাহিল রণ।

২১

অমনি তখন হামিরের সেনা,
তাদের প্রার্থনা পূরণ তরে,
নিষ্কোষিত করি' শাণিত কৃপাণ,-
অগ্রসর হ'ল প্রতাপ ভরে।

২২

নগর বাহিরে তুমুল সমর,
সানন্দিত যত চিতোরবাসী ;
বীরেন্দ্র হামির পিতৃ-সিংহাসন,
লইবেন আজি অরাতি নাশি'।

২৩

তবু রাজপুত বিশ্বাসঘাতক,
এই অপবাদ বড়ই ডরে ;
ভাবী ভূপ সহ প্রাণপণে আজি,
যুঝি'ছে বিপুল সাহস ভরে।

২৪

অসিতে অসিতে লাগিয়া আঘাত,
অগ্নি-শিখা বেগে নির্গত হয় ;
বর্ষার আঘাতে—বাণ বরিষণে,
সবারি শরীর শোণিতময়।

২৫

বীরেন্দ্র হামির বীর পরাক্রমে,
মথি'ছেন নিজ অরাতি দল ;
বহি'ছে হিল্লোলে শোণিত-লহরী
প্লাবিত করিয়া সমর স্থল।

২৬

বহু ক্ষণ ধরি' করিয়া সমর,
নিঃশেষ চিতোর সেনানী চয় ;
রণাঙ্গন মাঝে উড়িল নিশান,
বীর হামিরের ঘোষিল জয়।

২৭

ধীরে ধীরে বীর প্রফুল্ল হৃদয়ে,
চলিলেন এবে প্রাসাদ মুখে;
গগন ভেদিয়া-সৈনিক নিচয়,
করে জয়নাদ মনের সুখে।

২৮

হেথা হামিরের প্রেমের প্রতিমা,
কুসুম স্তবকে ভরিয়া ডালা,
প্রাণ-পতি-শিরে করিতে বর্ষণ,
অপেক্ষা করি'ছে সুন্দরী বালা।

২৯

ধীরে ধীরে ধীরে মৃদু পাদক্ষেপে,
আগত হামির আনন্দ ভরে;
অমনি সুন্দরী বরষে কুসুম,
জীবন-নাথের মস্তক'পরে।

৩০

বদন তুলিয়া হেরিল হামির,
হৃদয়-উদ্যান-লতিকা-ধনে
নয়নে নয়নে হইল মিলন,
সুখের লহরী বহিল মনে।

# চণ্ড।



"পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার ;
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার।"

মহাভারত।

১

দুর্নিবার কালচক্র নিষ্পেষণে,
বাপ্পার পবিত্র আসন'পরে,
বিরাজে এখন রাঠোর ভূপতি,
বাপ্পাকুলে পদে দলিত ক'রে।

২

আজি চিতোরের বৃদ্ধ নরপতি,
লাক্ষরাণা নিজ শোণিত দানে,
উদ্ধার করিতে পূত গয়াধামে,
গিয়াছেন বীর নির্ভীক প্রাণে।

৩

কনিষ্ঠ কুমার পঞ্চম বর্ষীয়
বালক মুকুলে রাজত্বে বরি',
গিয়াছেন চলি' মিবার ঈশ্বর
লাক্ষ মহারাণা দলিতে অরি।

৪

লাক্ষ ভূপতির প্রথম তনয়,
বীরবর **চণ্ড** আনন্দ ভরে,
অভিষেক করি' কনিষ্ঠ ভ্রাতায়,
স্থাপিলেন রাজ আসন'পরে।

৫

জনকের এক রহস্য কথায়,
বীর চণ্ড ছাড়ি' রাজ্যের আশ,
কনিষ্ঠ ভ্রাতায় দিলেন আসন,
নিজ ভোগ-লিপ্সা করিয়া নাশ।

৬

যথা পুরাকালে **শান্তনুনন্দন**,—
বৃদ্ধ জনকের সুখের তরে,
ত্যজি রাজপাট কীর্ত্তি সুবিমল
গিয়াছেন রাখি' অবনী'পরে।

৭

সেইমত আজি চণ্ড বীরবর,
পিতার আদেশ শিরেতে ধরি',
বেড়িলেন পৃথ্বী কীর্ত্তি-মেখলায়,
বিমাতৃ-তনয়ে রাজত্বে বরি'।

৮

হেন অপরূপ আত্মত্যাগ আর,
কেহ না কোথাও দেখিতে পায়,
রাজপুতানার ভিখারী, চরণে,—
আজিও তাহার কাহিনী গায়।

৯

অন্তিম বয়সে ক্ষত্র রাজগণ,
বিষয় বাসনা তেয়াগ করি',
পরমার্থ-তত্ত্ব লভিতে কাননে,—
যেতেন তাপস মূরতি ধরি'।

১০

যে দিন যবন উদিল ভারতে,
সে ভাব ত্যজিল রাজন্য দল;
শতদ্রু, কাগার তরঙ্গিণী তীর,
হইল তাঁদের সাধন স্থল।

১১

গয়ার উদ্ধার সাধনা বলিয়া,
গণিল এখন ভূপতিগণে ;
অরণ্য-নিবাসী তাপসের ব্রত,
পরিণত হ'ল ভীষণ রণে ।

১২

তাই চলিলেন লাক্ষ গয়াধামে,
দিয়া রাজ্যভার চণ্ডের করে ;
মুকুল বালক তাই চণ্ড বীর
শাসেন মিবার তাহার তরে ।

১৩

চণ্ডের প্রভুত্ব করিয়া দর্শন,
হ'লেন কুপিতা মুকুল-মাতা ;
গেলা মান্দু মুখে চণ্ড বীরবর,—
ছাড়ি' রাজ্যভার, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।

১৪

হেথা মুকুলের মাতামহ কুল,
রাঠোর বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ,
ধীরে ধীরে আসি পশিল চিতোরে,
স্বকার্য্য সাধিতে করিয়া মন ।

১৫

বালক মুকুলে পুতুলের মত,
প্রতিষ্ঠিত করি আসন'পরে,
মনের হরিষে রাঠোর নিকর
চিতোর নগরী শাসন করে।

১৬

ক্রমে জানিলেন মুকুলের মাতা,
তাঁর পিতৃকুল রাঠোরগণ,
চিতোর আসন করিবে হরণ,—
বিনাশি' তাঁহার অঞ্চল ধন।

১৭

অশনি সম্পাতে মর্ম্মাহতা প্রায়—
হ'লেন অধীরা বিধবা সতী;
কে রাখিবে এবে মুকুলের প্রাণ?
চিতোরের হায়, কি হবে গতি?

১৮

এ ঘোর বিপদে করিতে উদ্ধার,
নাহি চণ্ড বিনা দ্বিতীয় জন;
আবার তখন মুকুল-জননী,
সপত্নী-সুতের শরণ লন।

১৯

ভ্রাতার জীবনে শুনিয়া বিপদ,
ব্যাকুল-হৃদয় হইল বীর ;
চিতোরাভিমুখে হ'লেন ধাবিত—
সদুপায় এক করিতে স্থির।

২০

মুকুল-জননী চণ্ডের সহিত,
গোপনে গোপনে মন্ত্রণা করি',—
মুকুল সহিত হ'লেন বাহির
ত্যাগ করি' পাপ চিতোর পুরী।

২১

আজি কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী নিশি,—
সমস্ত জগৎ আঁধারময় ;
শুধু শিরোপরি নীল নভস্তলে,
জ্বলে মিটি মিটি তারকা চয়।

২২

নিবিড় আঁধারে আবৃত সকল,
পথ ঘাট সব আঁধারে ঢাকা ;
যেন ধরিত্রীর রাত্রি-বাস খানি,
অসিত বরণ আঁধারে মাখা।

২৩

সেই তামসীর আঁধার ভেদিয়া,
চলি'ছে কতটী ক্ষত্রিয় বীর ;
ক্রমে চিতোরের রামপোল দ্বারে,—
আসিয়া সকলে হইল স্থির।

২৪

জিজ্ঞাসা করিল প্রহরী নিকর—
'কে তোমারা পুরী পশিতে চাও ?'
উত্তর,—'রাখিব রাজার কুমারে,—
ত্বরা করি দ্বার ছাড়িয়া দাও।'

২৫

হেরি রণবেশ গণিয়া প্রমাদ,
রোধিল যতেক প্রহরীগণ ;
নিমেষে অমনি আগন্তুক চয়,
আরম্ভ করিল তুমুল রণ।

২৬

বীরবর চণ্ড নায়ক তাদের,
'বম্ হর হর'—বলিয়া তবে
মুহূর্ত্তে পশিল নগর ভিতরে,
পাড়ি' ধরাতলে প্রহরী সবে।

২৭

অমনি তখন রাঠোর নিকর,
হুহুঙ্কার করি' আসিল ছুটে ;
নৈশ নীরবতা করিয়া বিদার,—
সেই ভীম রব গগনে উঠে।

২৮

সেই হুহুঙ্কার করিয়া শ্রবণ,
বীর চণ্ড নিজ সৈনিক সনে,
নিষ্কোষি কৃপাণ আরম্ভিল রণ,
নির্ম্মূল করিতে অরাতিগণে।

২৯

অচিরে বীরেন্দ্র চণ্ডের প্রতাপে,
নিঃশেষ হইল রাঠোর চয় ;
অমনি তখন কাঁপায়ে চিতোর,
উঠিল আকাশে—'চণ্ডের জয়।'

৩০

রাঠোর গণের হৃদয়-শোণিতে;
চিতোর আসন হইল পূত ;
বীর চণ্ড সেই পবিত্র আসনে—
স্থাপিলেন পুনঃ বিমাতৃ-সুত।

# কুম্ভ।

---

"পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে—"

মেঘনাদবধ।

১

ভীম প্রভঞ্জন উঠিয়া গগনে,
যেমন ভীষণ গর্জ্জন ক'রে,—
নিবায় প্রদীপ্ত অনল শিখায়,
করে ধূম শেষ বিক্রম ভরে।

২

আবার যখন সে ভীম ঝটিকা
হয় মন্দগতি, অনল তবে
বিদারিয়া সেই ঘন ধূম রাশি,
প্রজ্বলিত হয় প্রবল রবে।

৩

তেমতি প্রচণ্ড প্রভঞ্জন সম,
যবন নিকর ভারত ভূমে
আর্য্য-বীর্য্য-বহ্নি করি' নির্ব্বাপিত,
ঢাকিল ভারত বিষাদ-ধূমে।

৪

সে ঘোর বাত্যার প্রচণ্ড বিক্রম,
মন্দীভূত এবে ভারত'পরে ;
মিবার হইতে আর্য্য-বীর্য্য-বহ্নি
উঠিল জ্বলিয়া গভীর স্বরে।

৫

সেই অনলের উজ্জ্বল কিরণে
হাসি'ছে চিতোর নগরী আজ ;
আর্য্য-কুল-লক্ষ্মী পুলকে মাতিয়া,
ধ'রেছেন মনোমোহিনী সাজ।

৬

উপবিষ্ট আজি **কুম্ভ** বীরবর
চিতোরের রাজ-আসন'পরে ;
সমগ্র ভারত-ভূপতি-নিকর
কম্পিত যাঁহার বিক্রম ভরে।

৭

দিল্লীর সম্রাট দিল্লীর আসনে
কুম্ভের প্রতাপে কম্পিত কায়;
আজি হিন্দুস্থানে যবন নিকর—
বিষদন্ত হীন ভুজঙ্গ প্রায়।

৮

'ককেশশ' গিরি শিখর হইতে,
যে প্রচণ্ড স্রোত নিঃসৃত হ'য়ে
প্লাবিত করিল ভারতবরষ,—
বিপর্য্যস্ত করি' পাঠান চয়ে।

৯

একবার সেই স্রোত দুর্নিবার,
কুম্ভ নৃপতির বিক্রম ভরে,
প্রতিহত হ'য়ে ককেশশ মুখে
গিয়াছিল পুনঃ উজান ধ'রে।

১০

সেই দৃষদ্বতী তরঙ্গিণী তীরে—
ভারতের সেই ভীষণ রণে
'যোগীন্দ্র সমর' হ'লেন বিলীন
ভারত-গৌরব-ভাস্কর সনে।

১১

সেই প্রবাহিণী তীরে পুনর্ব্বার
নাচিয়া নাচিয়া সমীর ভরে
উড়িল কুম্ভের বিজয় নিশান,
নীল নভোদেশ উজ্জল ক'রে।

১২

কুম্ভ নৃপতির বীর পরাক্রমে
ভারত-জননী সহাস্য মুখ,
হাস্যময়ী আজি চির অভাগিনী
বিদূরিত করি' মনের দুখ।

১৩

ভারতের বেশ দেখি'ছেন আজি
ত্রিদিব হইতে অমরগণ;
পিতৃলোক হ'তে পিতৃ দেবগণ
হেরিয়া সে শোভা প্রসন্ন মন।

১৪

এবে মিবারের গৌরব-চন্দ্রিমা
শোভে শীর্ষ দেশে আনন্দ ভরে,
আর আর যত নৃপতি নিকর
প্রভাহীন সেই চাঁদিমা-করে।

১৫

সে বিমল ভাতি না পারি' সহিতে,
মালব ভূপতি, গুর্জ্জর-রাজ,
কুম্ভের প্রতাপ প্রতিহত তরে,
আগত হ'য়েছে মিবারে আজ।

১৬

অসূয়া-বিদগ্ধ হইয়া যবন,
অগণন সেনা সংগ্রহ ক'রে,
চিতোর নগরী বিধ্বস্ত করিতে—
উপনীত আজি জিগীষাভরে।

১৭

বিলস্থ নিরীহ অহিবরে যথা
অদোষে আঘাত করিলে কেহ,—
অমনি ভুজঙ্গ ফণা প্রহরণে
পাঠায় তাহারে শমন-গেহ।

১৮

অথবা যদ্যপি খগেন্দ্র-কুলায়ে
পশে উরঙ্গম সাহস ভরে,
তা হ'লে যেমতি হয় তার প্রাণ
নির্ব্বাপিত চির দিনের তরে।

১৯

তেমতি যখন কুম্ভ বীরবর
ছিলেন আরূঢ় মিবারাসনে,
সে সময় দুই যবন তনয়
আসিল তথায় নির্ভীক মনে।

২০

কিন্তু অবিলম্বে কুম্ভ বীর-করে
পাইল দুজনে উচিত ফল ;
ক্ষত্রিয়ের সহ সমুখ সমরে
হইল বিনষ্ট যবন দল।

২১

স্বাধীনতা লীলা-নিকেতন সম·
মিবার ভূমিতে আগত আজ,
মালব ঈশ্বর, গুর্জ্জর ভূপতি,
শুনিলেন যবে চিতোর-রাজ,

২২

অমনি বীরেন্দ্র ক্রোধে গরজিয়া
আদেশ করিল সেনানী চয়ে,
সমর সজ্জায় হইয়া সজ্জিত
অগ্রসর হ'তে অরাতি ক্ষয়ে।

২৩

বিবিধ আয়ুধে হ'য়ে বিভূষিত,
যুঝিবারে আজি যবন সাথ
হ'লেন ধাবিত সেনাগণ সহ
কুম্ভ বীরবর চিতোর নাথ।

২৪

মিবার ভূমির সীমান্ত প্রদেশে
ক্ষত্রিয় যবনে হইল রণ ;
যার অনুপম বীরত্ব কাহিনী
গায় অদ্যাবধি চরণ গণ।

২৫

উভয় বাহিনী যুঝে ঘোরতর,
হানে অবিরাম কৃপাণ ভীম ;
শোণিতাক্ত হ'য়ে ধরণী উপরে
পড়ি'ছে সেনানী অপরিসীম ;

২৬

যতক্ষণ বল আছিল হৃদয়ে,
সাহসে সবাই যুঝিল আজি ;
ক্রমশঃ হইয়া শিথিল বিক্রম
নিঃশেষিত হ'ল যবন-রাজি।

২৭

যবন-বাহিনী দলিত দেখিয়া,
ক্ষত্রগণ জয় নিনাদ করে ;
উড়িল কুম্ভের বিজয় নিশান
হেলি' দুলি' রঙ্গে সমীর ভরে।

২৮

শৃঙ্খলিত আজি ভীষণ সমরে
পাপ **মহম্মদ** মালব-পতি ;
আনিলেন তারে চিতোর নগরে
বীর কুম্ভ হ'য়ে প্রফুল্ল মতি।

২৯

সেই সমরের ঘটনা আবলী
করিতে খোদিত চিতোর-রাজ
নিরমিলা এক অভ্র-ভেদী শির
স্তম্ভ সুবিশাল মিবার মাঝ।

৩০

আজিও মিবারে সেই 'জয়-স্তম্ভ'
অশনি অভেদ্য মূরতি ধরি'
করি'ছে কুম্ভের বিজয় ঘোষণা,
হিমালয় পানে কটাক্ষ করি'।

# পৃথ্বীরাজ।

"সাজিলা রাবণবধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে, বামা কুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী।"

মেঘনাদবধ

১

হাসি'ছে চন্দ্রমা সুনীল গগনে,
পরিয়া হরষে তারকা-হার ;
লভি'ছে আনন্দ প্রকৃতি সুন্দরী
পান করি' শশি-পীযূষ-ধার।

২

সরোবরে বসি' কুমুদিনী সতী
খুলি' ধীরে ধীরে বদন খানি
হেরি'ছে আপন হৃদয়-রতনে,
লোক লাজ ভয় নাহিক মানি।

৩

উড়ি'ছে চকোর পুলকে মাতিয়া
নীল সুবিমল গগনোপরি ;
মনের হরিষে করিতেছে পান
চাঁদিমা-কিরণ হৃদয় ভরি'।

৪

হেন মনোহর নিশীথ সময়ে,
বেদনোর রাজ-প্রাসাদ মাঝে
দাঁড়ায়ে একটী সুন্দর যুবক
সজ্জিত হইয়া সমর সাজে।

৫

সুমুখে তাঁহার ইন্দুপ্রভা জিনি'
বিকাশি' মোহিনী রূপের ডালা
বসুমতী পানে করিয়া বদন,
দাঁড়ায়ে একটী সরলা বালা।

৬

মুহূর্ত্ত অতীত, উভয়ে নীরব,
পরে সে যুবক বদন তুলি'
বলিতে লাগিল সুন্দরীবালায়
আপন হৃদয়-কবাট খুলি'।

৭

"বিদায়—বিদায় সরলা ললনে!
চলিলাম আজি ভীষণ রণে,
তোমার লাগিয়া বিপদ-সাগরে
দিলাম সাঁতার নির্ভয় মনে।

৮

"তোমার লাগিয়া চলিলাম আজি
নিপাত করিতে যবন চয়,
সাবধান যেন মম আশালতা
নিরাশে বিশুষ্ক নাহিক হয়।"

৯

সে কথা শুনিয়া সরলা সুন্দরী
তুলি" ধীরে ধীরে বদন খানি
কহিতে লাগিল যুবক প্রবরে
যোড় করি কম যুগল পাণি।

১০

'বীরবর! এই দুখিনীর মন,
পূজি'ছে সতত ও পদ দ্বয়;
আপনার লাগি' অভাগী হৃদয়
দিবস রজনী আবেগময়।

১১

"শুধু অভাগীর এই নিবেদন,
যেই ভীম ব্রত সাধন তরে
অবতীর্ণ আজি ভীষণ আহবে,
পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা ক'রে।

১২

"স্বীয় বীর্য্য বল করি' প্রদর্শন,
নিপাত করিয়া অরাতি চয়,
রাখুন অক্ষয় কীর্ত্তি ভূমণ্ডলে,
ভারতে সবাই ঘোষুক জয়'।

১৩

"চলুন বীরেন্দ্র! আপনার সনে
এই অভাগীও যাইবে আজ;
অভাগিনী তারা অনেক সময়
ক'রেছে ধারণ সমর-সাজ।"

১৪

এতেক কহিয়া বীরাঙ্গনা তারা
করিয়া ধারণ পুরুষ বেশ
পৃথ্বীরাজ সনে চলিল তখন
উদ্ধারিতে নিজ পিতার দেশ।

১৫

সজ্জিত হইল বীরেন্দ্র নিকর
প্রফুল্ল অন্তর হইয়া তবে,
হ'ল অগ্রসর তোড়াতঙ্ক মুখে
'বম্ হর হর' ভৈরব রবে।

১৬

আজ 'মহরম' তোড়াতঙ্ক পুরে,
সজ্জিত নগরী সুন্দর বেশে ;
'হোসেন' 'হোসেন' বলিয়া সঘনে
ভ্রমি'ছে আনন্দ-সাগরে ভেসে।

১৭

যতেক যবন মহোৎসবে মাতি'
উলঙ্গ কৃপাণ সতেজে ধরি'
পরস্পর সবে খেলি'ছে কৌতুকে,
তোড়াতঙ্ক পুরী কম্পিত করি'।

১৮

এবে নগরীর চত্বর হইতে
সানন্দ অন্তরে যবন গণ
'তাজিয়া' লইয়া হইল বাহির,
মহোৎসবে মত্ত সবার মন।

১৯

সেই জনতায় ক্ষত্র বীরগণ
নগর-প্রাকারে অলক্ষ্যে পশি’
হ’ল অগ্রসর রাজবাটী মুখে,
লুকায়িত করি’ সকোষ অসি।

২০

বেশ ভূষা করি’ যবন ভূপতি
ছিলেন দাঁড়া’য়ে অলিন্দ’পর ;
অমনি তারার কোদণ্ড হইতে
নিমেষে ছুটিল একটী শর।

২১

পৃথ্বীও তখনি তুলি’ ভীম শূল
মুহূর্ত্তে হানিল বিক্রম ভরে ;
শেই শূলাঘাতে যবন ভূপতি
হ’লেন শায়িত ধরণী’পরে।

২২

অমনি যতেক ক্রোধান্ধ যবন
চারি দিক হ’তে আসিল তবে,
গভীর নিনাদে গরজন করি’,
আক্রমিল ক্ষত্র বীরেন্দ্র সবে।

২৩

নিস্তেজ নহেক ক্ষত্র বীরগণ,
তারাও তখন দ্বিগুণ বলে
শায়িত করিতে লাগিল যবনে,
ভীমা অসিঘাতে বসুধাতলে।

২৪

বীর পৃথ্বীরাজ বীরাঙ্গনা তারা,
'জয় মা ভবানী' বলিয়া মুখে,
শাণিত অসির শোণিত-পিপাসা
মিটাতে লাগিল মনের সুখে ;

২৫

তাহাদের সেই ভীম পরাক্রম,
না পারি' সহিতে যবনগণ
পলা'তে লাগিল চারিদিকে সবে
ভঙ্গ দিয়া সেই ভীষণ রণ।

২৬

যেমন প্রচণ্ড করি-শুণ্ডাঘাতে
পাড়ে ধরাপৃষ্ঠে বিটপী চয়,
সেই রূপ পৃথ্বী পশ্চাতে ধাইয়া
যতেক যবনে করিল ক্ষয়।

২৭

নির্ম্মূল করিয়া পাপ ম্লেচ্ছগণে,
অপহৃত ধন উদ্ধার করি',
বিজয় নিশান তুলিয়া গগনে
তারা পৃথ্বীরাজ ত্যজিল পুরী।

২৮

আসিয়া দু'জনে করিল প্রণাম
বেদনোর নাথ ভূপতিবরে;
আনন্দে তখন সুরতান রায়
অর্পিলা তারায় পৃথ্বীর করে।

২৯

যে সুর সুন্দরী দেবতা বলিয়া
পূজনীয়া রাজপুতানাময়,
আজিও সকলে হৃদয় ভরিয়া
করয়ে কীর্ত্তন যাঁহার জয়।

৩০

সেই তারা আজি পৃথ্বীরাজ সনে
পরিণয় পাশে আবদ্ধ হ'য়ে,
সেবিতে লাগিল আনন্দিত মনে
নিজ প্রাণেশের চরণদ্বয়ে।

# সংগ্রাম সিংহ।

"——নির্ম্লেচ্ছ পৃথ্বী করিব এবার
স্তূপাকারে র'বে পড়ি' সমর-প্রাঙ্গণে
রাবণের চিতা সম ম্লেচ্ছ ভস্মসার।"

চিত্তমুকুর

'পীত' তরঙ্গিণী তটোপরি আজ
যবন-শিবির বিরাজ করে ;
শিবির মাঝারে যবন নিকর
অবস্থিত ঘোর বিষাদ ভরে ;

২

ক্ষত্রিয়-কেশরী সংগ্রাম সিংহের
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দলিত প্রায়,
বীর বাবরের অনিকিনী আজ
মহা হব ভয়ে কম্পিত কায়।

৩

সেনানী নিকরে হতাশ্বাস দেখি',
বীরেন্দ্র বাবর গম্ভীর স্বরে
আরম্ভিলা তবে বলিতে সকলে,
সবার হৃদয় স্তম্ভিত ক'রে।—

৪

"বীরগণ—আজি কাফেরের ভয়ে
নিস্তেজ হইয়া র'য়েছ বসি ?
জড়ের মতন অবস্থিত সবে,
কটিতটে বাঁধা থাকিতে অসি ?

৫

"যেই বীরগণ হিন্দুকুশ শিরে
ভীম পরাক্রমে অরাতি চয়
নিপাত করিল অসির আঘাতে,
আজি তারা সবে বিষাদময় ?

৬

" 'ইসলাম' ধর্ম্মে দীক্ষিত তোমরা,
বিসর্জ্জিবে সবে সে ধর্ম্ম ধনে,
ইন্দ্রিয় সেবনে থাকিয়া নিরত,
মজিয়ে কলুষে বীরেন্দ্রগণ ?

"ভাঙ্গ সুরাপাত্র,—দূর কর সুরা,
চিত্ত শুদ্ধ আজি করহ সবে;
কোরাণ ধরিয়া—শপথ করিয়া,
নাশ হিন্দুগণে ভীষণ রবে।"

৮

সেই ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণে
নাচিয়া উঠিল যবন গণ;
'কোরাণ' ধরিয়া করিল শপথ,
উন্মত্ত হইল করিতে রণ।

৯

দ্বিগুণ সাহস করিয়া আশ্রয়
বাহিরিল সবে সমর সাজে;
ক্ষত্রিয় যবনে তুমুল সংগ্রাম
আরম্ভ হইল অনতি ব্যাজে।

১০

কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ভীম আক্রমণে
অস্থির হইল যবন চয়,
ভঙ্গ দিয়া সবে করিল প্রস্থান,-
উঠিল গগনে 'রাণার জয়।'

১১

তখন বাবর ব্যথিত হৃদয়ে,
সেই ভীম রণ নির্ব্বাণ তরে,
রাণার নিকট সন্ধি প্রস্তাবিতে
পাঠাইলা এক সন্দেশ-হরে।

১২

হেথায় শিবিরে বসি' ফুল্ল মনে,
বীরেন্দ্র কেশরী চিতোরপতি ;
তাঁহার সমুখে দাঁড়াইলা আসি'
বাবরের দূত করিয়া নতি।

১৩

দূত প্রমুখাৎ বাবর সাহের
সন্ধি-প্রস্তাবনা শুনিয়া তবে,
কহিলেন দূতে চিতোর ভূপতি
ক্রোধে গরজিয়া ভীষণ রবে।

১৪

"চাহিনে শুনিতে থাকিতে জীবন,
সন্ধি-প্রস্তাবনা ম্লেচ্ছের সহ,
প্রতিজ্ঞা—যবনে করিব নির্ম্মূল,
যাও দূত তব বাবরে কহ।"

১৫

ধীরে ধীরে দূত করিয়া প্রস্থান,
জ্ঞাপন করিল যবনরাজে ;
তখন বাবর নিজ সৈন্য সহ
আবার সাজিল সমর সাজে।

১৬

"আল্লা' 'আল্লা' রবে যবন সেনানী
আক্রমিল আসি' ক্ষত্রিয় গণে,
'মা ভই' 'মা ভই' ভীষণ নিনাদে
রাণাও তখন মাতিল রণে।

১৭

নাচিল তুরঙ্গ হ্রেষা রব করি'
ছুটিল যতেক তুরগ-গামী ;
মাতঙ্গ নিকর করিয়া বৃংহন
মাতাইলা সেই সমর-ভূমি।

১৮

তাহার মাঝেতে গরজি' সঘনে
ভীষণ নিনাদী কামান চয়,
মুহূর্ত্ত ভিতরে সমর অঙ্গন
করিল নিবিড় আঁধারময়।

১৯

অমল বরণ গোলক সমূহ
সেই রণস্থল কম্পিত করি',
নিমেষে শতেক রাজপুত সনে,
ফেলিতে লাগিল ধরণী'পরি।

২০

তথাপি নির্ভীক ক্ষত্রিয় সকল
বিক্রমে—'জয় মা ভবানী' বলি,
নাশিতে লাগিল যবন-বাহিনী,
অগ্নিপ্রসবিনী কামান দলি'।

২১

দ্বিগুণ সাহসে করিয়া আশ্রয়,
হানিল সঘনে শাণিত অসি ;
পড়িতে লাগিল তাহার প্রভাবে
যবনের শির ভূতলে খসি'।

২২

সহসা আবার গর্জ্জিল কামান
আঁধার করিয়া সমর-স্থল,
মুহূর্ত্তে যবন-সেনায় মিলিল,
ক্ষত্র সেনা হ'তে একটী দল।

২৩

অমনি বীরেন্দ্র সঙ্গের হৃদয়
হইল স্তম্ভিত নিমেষ তরে ;
আবার আঁধারি সমর-অঙ্গন,
গর্জ্জিল কামান গভীর স্বরে।

২৪

সেই ধূম রাশি মিশিলে বিমানে,
দেখিলেন চাহি চিতোর-রাজ,
শিলাদিত্য নামে জনেক সেনানী
গিলেছে সদলে যবন মাঝ।

২৫

সেই ভীম দৃশ্য করিয়া দর্শন,
সবিষাদে রাণা স্তম্ভিত হ'ল ;
নিমেষে সে ভাব করি' পরিহার,
আশ্রয় করিল দ্বিগুণ বল।

২৬

সঙ্গের বিক্রমে ক্ষত্রবীর-দাপে,
কম্পিত হইল যবন চয়;
মুহূর্ত্ত ভিতরে পীত তরঙ্গিণী
হইল যবন শোণিত ময়।

২৭

কিন্তু অগণন অরাতির সহ
কতক্ষণ আর যুঝিতে পারে;
ক্ষণেক যুঝিয়া একে একে সব
হইল নিহত যবন-করে।

২৮

ধীরে ধীরে তবে বীরেন্দ্র সংগ্রাম
চলিল ত্যজিয়া সমর স্থল;
তুলিল তখন বিজয়-নিশান
আনন্দিত মনে যবন দল।

২৯

আজি যদি সেই পাপ শিলাদিত্য,
নাহিক মিশিত যবন দলে,
তা হ'লে নিশ্চয় বাবরের শির
দলিত শৃগালে চরণ-তলে।

৩০

শিলাদিত্য, তব এ কলঙ্ক ঘোর
র'বে চিরদিন অঙ্কিত ভবে;
তব পাপ নামে করিবে ধিক্কার,
প্রতিক্ষণ আর্য্য-তনয় সবে।

# জয়মল্ল ও পুত্ত।

---

"গভীর তিমিরে ঘিরে জল স্থল সর্ব্বচরাচর,
চিতাধূম ঘন, ছায় রে গগন,
বিষাদে বিষাদময় চিতোর নগর।"

সরোজিনী।

১

মোগল-কেশরী বীর আকবর
চিতোর নগরী করিতে জয়
উপস্থিত আজি দুর্ণিবার বেগে,
লইয়া প্রমত্ত সৈনিক চয়।

২

একবার যখন মোগল সম্রাট
রোধিলেন আসি' চিতোর পুরী,
করিল বিমুখ বীরাঙ্গনা এক
কৃপাণের বলে বিনাশি' অরি।

৩

রমণী সমরে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে
পলাইলা সবে ছাড়িয়া রণ ;
তার প্রতিহিংসা লইতে আবার
সমবেত আজি যবন গণ।

৪

চিতোরের রাণা কাপুরুষরাজ
নিজ রাজধানী ছাড়িয়া হায়,
শৃগালের ন্যায় করিল প্রস্থান ;
চিতোর নগরী বিধ্বস্ত প্রায়।

৫

হায়! কতবার এ চিতোর ধাম,
ক'রেছে শ্মশান যবন দলে ;
আবার যেন বা ভস্মরাশি হ'তে,
নব অভ্যুদয় স্বর্গীয় বলে।

৬

আজি মহারাণা যবনের ভয়ে
করিল প্রস্থান কানন পারে ;
বীর শাহিদাস নিজ সৈন্য সহ
দাঁড়াইলা 'সূর্য্য তোরণ' দ্বারে।

৭

প্রভঞ্জন বেগে যবন নিকর
দলে দলে তথা জুটিল আসি' ;
বীর শাহিদাস রোধিল সে দল
আকবর পানে ঈষৎ হাসি'।

৮

তখন যবন-পতি আকবর
ক্রোধে গরজিয়া মাতিল রণে ;
প্রচণ্ড বিক্রমে লাগিল নাশিতে,
অসি, শূলাঘাতে ক্ষত্রিয় গণে।

৯

কামানের ধূমে আচ্ছন্ন মেদিনী,
নাদি'ছে বিকট যবন সব,
রাজপুতগণ করি'ছে সঘনে
'বম্ হর হর ভবানী' রব।

১০

গোলার বর্ষণে, অসির আঘাতে,
পড়িতে লাগিল ক্ষত্রিয় চয় ;
আনন্দ অন্তরে যবন-বাহিনী,
ছাড়ে নাদ 'জয় দিল্লীর জয়'।

১১

তথাপি নির্ভীক আর্য্য-বীরগণ
অচল সমান রহিল স্থির ;
যত ক্ষণ দেহে থাকিল জীবন,
না ছাড়িল দ্বার একটী বীর।

১২

যেমন 'হিমাদ্রি' অটল হৃদয়ে
শত বজ্রাঘাত হৃদয়ে ধরে
সেইরূপ আজি বীর শাহিদাস
উপেক্ষি'ছে শূল, কৃপাণ, শরে।

১৩

শেষ রক্তবিন্দু ছিল যত ক্ষণ,
যুঝিল বীরেন্দ্র নির্ভীক-মতি ;
ক্রমে অবশেষে মুদিলেন আঁখি,
পশিল চিতোরে যবন-পতি।

১৪

অমনি তখন ষোড়শ বর্ষীয়
বীরবর **পুত্ত** সমর-সাজে,
হ'লেন উদিত ক্ষত্র-পুরোভাগে,
যেন **কার্ত্তিকেয়** অমর মাঝে।

১৫

অবিলম্বে পুনঃ জননী তাঁহার,
পুত্র-বধূ আর দুহিতা ল'য়ে,
নামিলা ভীষণ যবন-সমরে—
রণচণ্ডী-বেশে—সজ্জিতা হ'য়ে ;

১৬

ভীম পরাক্রমে লাগিল যুঝিতে,
বীরবর পুত্ত প্রফুল্ল মনে ;
কামানের গোলা চরণে দলিয়া,
নাশিতে লাগিল অরাতি-গণে ।

১৭

সহসা আবার ক্ষত্রিয়-কেশরী,
বীর **জয়মল্ল** রাঠোর-রাজ ;
স্বদেশ রক্ষিতে নামিলেন রণে,
ধরিয়া অপূর্ব্ব সমর-সাজ ।

১৮

এবে জয়মল্ল পুত্ত বীর আর
খর করবাল পুলকে ধরি',
মিলি' দু'জনায় লাগিল যুঝিতে,
যবন-বাহিনী দলিত করি' ।

১৯

কামানের ধূমে আঁধার চৌদিক
তবুও আনন্দে ক্ষত্রিয়গণ
‘জয় মা ভবানী’ বলি’ ঘন ঘন,
করিতে লাগিল ভীষণ রণ।

২০

ক্ষত্রিয়গণের প্রচণ্ড প্রতাপে
ম্লেচ্ছ-অনিকিনী কম্পিত কায় ;
ভীষণ কৃপাণ ভীম শূলাঘাতে
হইতে লাগিল নিঃশেষ প্রায়।

২১

এমন সময় ভীম গরজনে,
উল্কা সম ধূম বিদীর্ণ ক’রে,
একটী গোলক জয়মল্ল বীরে
শায়িত করিল বসুধা’পরে।

২২

তখন (ও) মুমুর্ষু ধরাশায়ী বীর
চিতোরের তরে চিন্তিত হায় ;
ক্ষণেক মুদিয়া নয়ন যুগল,
ডাকিলেন উচ্চে ভবানী মায়।

২৩

নগর রক্ষার না দেখি' উপায়,
ত্যজি' দুই বিন্দু নয়ন-জল,
মুদিলেন আঁখি জয়মল্ল বীর,
পাথারে ভাসায়ে ক্ষত্রিয় দল।

২৪

তবু ক্ষত্রগণ নহে নিরুদ্যম,
লাগিল যুঝিতে বিক্রম ভরে ;
সঘনে হানি'ছে জ্যোতির্ম্ময়ী অসি,
সমর-অঙ্গন কম্পিত ক'রে।

২৫

কিন্তু যবনের ভীম আক্রমণে,
ক্রমে ক্রমে যত ক্ষত্রিয়গণ
মুদিতে লাগিল নয়ন-পল্লব,
না রহিল তথা একটী জন।

২৬

হেথায় যতেক রাজপুত-সতী
সতীত্ব-রতন রক্ষার তরে,
বিসর্জ্জিল তনু অনল-শিখায়,
সহস্র-কিরণে প্রণাম ক'রে।

২৭

যেন চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
উদয় সিংহের পাপেতে আজ,
এতদিন পরে চলিলেন ছাড়ি'
চিতোরের শিরে হানিয়া বাজ।

২৮

শ্মশান হইল চিতোর নগরী,
আচ্ছন্ন আকাশ চিতার ধূমে ;
জয়ী আকবর আনন্দ অন্তরে
উপনীত সেই বিজন ভূমে।

২৯

দেখিল চৌদিকে ধূ ধূ ক'রে চিতা
জ্বলি'ছে কেবল ভীষণ রূপে,
সেই ভীম দৃশ্য বিভীষিকাময়,
স্তম্ভিত করিল যবন-ভূপে।

৩০

অমরাবতীর স্বরূপ চিতোর,
বিজন শ্মশান হইল আজ ;
তার মাঝে তুলি' বিজয়-নিশান,
ভ্রমিতে লাগিল যবন-রাজ।

# প্রতাপ সিংহ।

" নাহি প্রতাপের শোনো অন্য কোন বল,
হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল।

*　　　　*　　　　*

যবন বিপ্লব মাঝ, কিসের ভাবনা আজ,
ধ্রুবতারা রূপে যবে প্রতাপ উদয়,
চন্দ্রসূর্য্য থেকো সাক্ষী, আবার বিজয় লক্ষ্মী,
প্রতাপের গুণে শুধু হবেন সদয়।

অশ্রুমতী।

উন্নত ভূধর—নিবিড় কানন,
বিরাজে ভীষণ মূরতি ধরি',
যেন বা নীরবে কালের তরঙ্গ
করি'ছে গণনা পুলক ভরে।

২

বিশাল গিরির শিখরে দাঁড়ায়ে,
যে দিকে ফিরাও নয়ন দ্বয়,
বোধ হয় যেন অসীম জগৎ,
শুধুই অচল কাননময়।

৩

সেই দুরগম গিরি-পাদদেশ,
দলিয়া যতেক ক্ষত্রিয় বীর,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিপুল সাহসে,
তুলি' বীর-দাপে উন্নত শির।

৪

নীরব কানন, নীরব ভুধর,
নীরব যতেক ক্ষত্রিয় চয়,
নীরব পাখীর মধুর কুজন,
সমীর এখন নীরবে বয়।

৫

সহসা উঠিল গভীর আরাব,
বিলোড়িত করি' অচল, বন ;
করিল গর্জ্জন বীরেন্দ্র প্রতাপ
আহ্বানি' আপন সৈনিকগণ।

৬

"বীরগণ! আজি শ্মশান মিবার,
প্রেত-ভুমি দেখ সোনার দেশ;
পিশাচ যবন করেছে মলিন,
বীর-প্রসূতির সুন্দর বেশ!

৭

"যেই মিবারের ভীম গরজনে
হিমাদ্রি-শিখর কাঁপিত ভয়ে,
নীলাম্বু-নিধির তরঙ্গ-লহরী
যাইত সভয়ে উজান ব'য়ে।

৮

"উচ্ছলিত হ'ত জাহ্নবীর জল,
কাঁপিত দিল্লীর সম্রাটগণ,
আজি কি না সেই বীর প্রসবিনী,
ভীষণ শ্মশান-বিজন বন,

৯

"মনের জড়তা কর পরিহার,
উলঙ্গ কৃপাণ ধরহ করে ;
আর্য্যের প্রতাপ দেখাও যবনে,
ভীষণ সংহার মূরতি ধ'র।

১০

"ছিঁড়ুক যবন গ্রহ তারা গণ,
ডুবাক বসুধা সাগর-জলে,
তথাপি তথাপি নাহিক পারিবে
কম্পিত করিতে ক্ষত্রিয় দলে।

১১

"কি ছার যবন ?—মানব তাহারা,
আসে যদি আজি অসুর-সবে
তবুও দেখিবে ক্ষত্রিয়-নিকর
অণুমাত্র ভীত নাহিক হবে।

১২

"এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ফেলুক বিদারি"
হানিয়া দম্ভোলি ত্রিদিবরাজ,
তথাপি ক্ষত্রিয় পাতিয়া হৃদয়
করিবে ধারণ সে ভীম বাজ।

১৩

"দ্বাদশ আদিত্য হউক উদয়,
আসুক পবন সংহার-বেশে,
তবুও নাহিক পারিবে কাঁপাতে,
ক্ষত্রিয়গণের একটী কেশে।

১৪

"প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড হউক বিলয়,
বিনষ্ট হউক শরীরিগণ,
তথাপি নির্ভীক ক্ষত্রিয় নিকর
তিলেক নাহিক ছাড়িবে রণ।

১৫

"জানুক জগৎ ক্ষত্র-বীরগণ
অবতীর্ণ হ'লে সমর-সাজে,
পারে বসুন্ধরা দিতে রসাতলে
ভীম পরাক্রমে মুহূর্ত্ত মাঝে।

১৬

"কর জয়-নাদ বদন ভরিয়া,
হউক কম্পিত যবন দল ;
অনন্ত গগন হউক বিদার,
উঠুক উছলি' জলধি-জল।

১৭

"ডাক উচ্চরবে 'জগৎ-জননী'
স্মরহ যুগল চরণ তাঁ'র ;
তিল মাত্র কৃপা পাইলে তাঁহার,
কি ভয় মোদের জগতে আর ?"

১৮

অমনি যতেক ক্ষত্রিয়-সেনানী
নিষ্কোষি' কৃপাণ নিমেষে সবে
কম্পিত করিল কানন, ভূধর,
'জয় মা ভবানী' ভীষণ রবে।

১৯

সেই ভীম নাদ না হ'তে বিলীন,
গর্জ্জিল কামান গভীর স্বরে ;
যেন ক্ষত্রিয়ের হর্ষ-নিনাদের
উত্তর করিল বিক্রম ভরে।

২০

সহসা বাজিল বিজয়-বাজনা,
উঠিল সে রব আকাশ মুখে ;
আনন্দে যতেক মোগল-সেনানী
আসিল ছুটিয়া মনের সুখে।

২১

ছুটিল অমনি রাজপুতগণ,
উলঙ্গ কৃপাণ ধারণ করি' ;
আক্রমিল আসি' যবন নিকরে,
ভীষণ সংহার মূরতি ধরি'।

২২

'দুরুম' করিয়া গরজে কামান,
আঁধারে দিগন্ত ভরিয়া যায় ;
তার মাঝে মাঝে ঝলসে কৃপাণ,
যেন বা বিজলী মেঘের গায়।

২৩

উভয় পক্ষের সেনানী নিকর
যুঝি'ছে বিপুল বিক্রম ভরে ;
থাকিয়া থাকিয়া তর্জ্জন আরাব
উঠিছে গগনে অস্ফুট স্বরে।

২৪

যেন বারিধির তরঙ্গ-লহরী
যুঝি' পরস্পর ভীষণ বলে,
ঘোর গরজনে নিখিল জগৎ
ডুবাইতে চায় অতল জলে।

২৫

অথবা নাশিতে ব্রহ্মাণ্ড সহিত
গ্রহ উপগ্রহ তারকা সবে,
যেন প্রলয়ের প্রবল ঝটিকা
বহি'ছে ধরায় গভীর রবে।

২৬

কামানের গোলা চরণে দলিয়া
যুঝি'ছে নির্ভীক ক্ষত্রিয় দল ;
ক্ষত্রিয়গণের বীর-পদভরে
উঠিছে কাঁপিয়া বসুধা-তল।

২৭

যবন নিকর হুহুঙ্কার রবে
বিনাশ করি'ছে ক্ষত্রিয়গণে ;
তবু রাজপুত অটল ভাবেতে
হানি'ছে কৃপাণ নির্ভয় মনে।

২৮

সেই 'হল্‌দী ঘাট' সমর প্রাঙ্গনে,
ছুটি'ছে প্রতাপ মিবারপতি ;
কি ছার যবন ? অমরনিকর
অশক্ত রোধিতে সে ভীম গতি।

২৯

প্রতাপ সিংহের প্রিয় তুরঙ্গম
নির্ভীক **চৈতক** আনন্দ ভরে
নাচিয়া নাচিয়া ছুটি'ছে চৌদিকে
লইয়া প্রতাপে পিঠের'পরে।

৩০

কামানের গোলা ধরি' দুই করে
নিক্ষেপি'ছে পুনঃ প্রতাপ বীর,
যাহার অব্যর্থ ভীষণ আঘাতে
বিচূর্ণিত কত যবন-শির।

৩১

যেন বা প্রলয়ে নাশিতে জগৎ
সংহার-পুরুষ অসীম বলে
ছিন্ন করি' গ্রহ তারকা মণ্ডলী
করি'ছে নিক্ষেপ সাগর-জলে।

৩২

ম্লেচ্ছ সেনাপতি **মানসিংহ** লাগি'
ছুটিয়া চলিল মিবার-নাথ ;
কতক্ষণ পরে হইল সাক্ষাৎ,
সম্রাট-নন্দন **সেলিম** সাথ।

৩৩

সম্রাট-তনয়ে নিরখি' অমনি
হানিল প্রতাপ ভীষণ শূল ;
অদৃষ্ট প্রসন্ন তাইতে এবার
হইল রক্ষিত মোগল কুল।

৩৪

সেলিম সাহের রণ-মাতঙ্গম
প্রভুকে লইয়া ছাড়িল রণ ;
বীরেন্দ্র প্রতাপে ঘেরিয়া তখন
যুঝিতে লাগিল যবনগণ।

৩৫

প্রবল প্রতাপে যুঝি'ছে প্রতাপ
জ্যোতির্ম্ময়ী অসি ধারণ করি',
আঘাতে আঘাতে অগণ্য মোগল
শায়িত হইল বসুধা'পরি।

৩৬

টলিল সে তেজে দিল্লীর আসন,
কাঁপিল ত্রিদিবে অমর চয়;
দিগন্ত সকল হ'ল প্রকম্পিত,
সমুদ্রের জল উজান বয়।

৩৭

বোধ হয়, যেন হিমালয়-চূড়া
খসিয়া পড়িল সাগর-জলে,
শায়িত হইল ভারতবরষ
মহাসাগরের গভীর তলে।

৩৮

বীরেন্দ্র প্রতাপ যুঝি'ছে একাকী,
সহসা চমকে যবনচয়;
ঝালাপতি মান্না পশিল তথায়
মুখে শুধু 'জয় রাণার জয়'।

৩৯

রাণার বিপদ দেখি' মান্না বীর
নিল রাজচ্ছত্র আপন করে ;
সেই ছত্র হেরি' 'রাণা' অনুজ্ঞানি'
ঝাঁপিল মোগল তাহার'পরে।

৪০

হেথায় প্রতাপ অম্বর-ঈশ্বরে
না পেয়ে তখন উন্মত্ত প্রায়,
মথিতে মথিতে যবন-বাহিনী
আরোহি' চৈতকে বিক্রমে ধায়।

৪১

রুদ্র সম তেজে মান্না বীরবর
অগণ্য অরাতি বিনাশ ক'রে
বিসর্জ্জিলা তনু হলদিঘাটায়
প্রতাপের—নিজ দেশের তরে।

৪২

তবু ক্ষত্রগণ নহে বিচলিত,
'ভবানী মায়ের' করুণা মাগি'
প্রত্যেক বীরেন্দ্র প্রাণান্ত পর্য্যন্ত
যুঝিলেক আজি মিবার লাগি'।

৪৩

যত দিন রবি হইবে বিকাশ,
বহিবে পবন মধুর স্বরে,
তত দিন বীর প্রতাপের নাম
রহিবে অঙ্কিত জ্বলদাক্ষরে।

৪৪

যাও রাজস্থানে তরঙ্গিণী-তীরে
দাঁড়ায়ে শুনিবে একাগ্র মনে
প্রতাপের গাথা করি'ছে কীর্ত্তন
প্রবাহিণী-কুল মধুর স্বনে।

৪৫

আরাবলী গিরি উন্নত শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখ, জিজ্ঞাসা করি,—
"কাহার কারণ সর্ব্ব রাজস্থান
ভাসি'ছে গৌরবে বসুধা'পরি ?"

৪৬

নাচিতে নাচিতে পবন-হিল্লোলে
আসিবে উত্তর গভীর রবে;
"ক্ষত্রিয়-ভূষণ প্রতাপের গুণে
সর্ব্ব রাজস্থান বিখ্যাত ভবে।"

# রাজ সিংহ।

———

"কোথায় কোরেছ আশা পাপিষ্ঠ পামর,
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহসুতাকর?"
শূরসুন্দরী।

১

শোভে আরাবলী অচল-প্রবর
অশনি অভেদ্য শরীর ধ'রে;
শ্যামল বরণ বিটপী নিকর
হাসি'ছে গিরির হৃদয়'পরে।

২

আরাবলী গিরি-পাদদেশে এক
শোভি'ছে নগরী সুন্দর সাজে;
'রূপ নগরের' রূপের গরিমা
বিখ্যাত সমগ্র মিবার মাঝে।

৩

এবে নগরীর রাজ-তনয়ার
অলোক-সামান্য রূপের তরে
বিচলিত পাপ আরংজীব সাহ
দিল্লীর ময়ূর আসন'পরে।

৪

সে কম কুসুম চয়নের তরে
শঠ-শিরোমণি যবন-রাজ
বিংশতি শত মোগল-সেনানী
ক'রেছে প্রেরণ মিবার মাঝ।

৫

উপনীত হ'য়ে ম্লেচ্ছ-সেনাপতি
কহিল তখন রাজার কাছে—
"দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমগীর
তব তনয়ার প্রণয় যাচে।"

৬

শুনিয়া তখন সামন্ত ভূপতি
বজ্রাহত সম স্তম্ভিত হয়;
জীবন-লতিকা হইল বিশুষ্ক,
হেরিল জগৎ আঁধারময়।

৭

পিতার অবস্থা করি' নিরীক্ষণ
প্রভাবতী বালা তনয়া তাঁর
চিন্তে মনে মনে এবিপদ মাঝে
লইবে এখন শরণ কার।

৮

ভাবি'ছে বালিকা একাকিনী বসি',
গিয়াছে শুখায়ে বদন খানি;
যেন রে নিদাঘে শুষ্ক শতদল
রাখিয়াছে কেহ হেথায় আনি'।

৯

"বিধাতঃ! আমার এ পোড়া কপালে
এ ভবিষ্য বাণী আছিল লেখা,
যবন-কিঙ্করী হ'য়ে অভাগিনী
রাখিবে জগতে কলঙ্ক-রেখা!

১০

"সত্য কি মিবার বীর-শূন্য এবে?
বীর-প্রসবিনী শ্মশান আজ?
নাহি কি কেহই রাজপুতানায়
উদ্ধারিতে এই বিপদ মাঝ?"

১১

কে যেন অমনি বালিকার কানে
কহিল তখন মধুর স্বরে—
"ভেব না সরলে! রাণা রাজসিংহ
অপেক্ষি'ছে তব উদ্ধার তরে।

১২

চমকি' তখন সরলা বালিকা
লিখি' লিপি এক প্রফুল্ল মনে
রাণার সমীপে করিল প্রেরণ,
দিয়ে নিজ পুরোহিতের সনে।

১৩

সত্বর গমনে আসি' পুরোহিত
অর্পিল পত্রিকা রাণার করে;
মিবার-ঈশ্বর পাইয়া সে লিপি
পড়িতে লাগিলা পুলক-ভরে।

১৪

"মহারাজ!—
রাজহংসী হ'বে বক-সহচরী,
রাজপুত বীর নীরব র'বে?
রাজপুত-বালা বানর-বদন
যবনের অঙ্ক-শায়িনী হ'বে?

১৫

"তাই মহারাজ! বিপন্না অবলা
লইল তোমার শরণ আজ;
রক্ষহ, অন্যথা ত্যজিব জীবন,
নিশ্চয় কহিনু মিবার-রাজ।"

১৬

পাঠ শেষ করি' পুরোহিত-মুখে
শুনি' সবিশেষ মিবার-পতি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গভীর আরাবে
হইয়া অতীব ক্রোধান্ধ-মতি।

১৭

"রে পাপ যবন! শৃগাল হইয়া
কেশরী-নন্দিনী লভিতে চা'স্?
দানব হইয়া করেছ পামর
সুর-সুন্দরীর প্রণয়-আশ?

১৮

"জানিস্ না মূঢ়! রাজপুত-সতী
নিজ কুলমান রক্ষার তরে,
পারে হৃৎপিণ্ড করিতে ছেদন;
পশে বহ্নি মাঝে আনন্দ ভরে।

১৯

এতেক কহিয়া সমর-সজ্জায়
হ'য়ে সজ্জীকৃত মিবার-পতি,
হ'লেন ধাবিত সেনাগণ সহ
উদ্ধার করিতে সরলা সতী।

২০

আবার মিবার বহু দিন পরে
বীর-পদ-ভরে জাগিল আজ ;
অস্ত্রের ঝনন, বীর-কোলাহল,
হইল ধ্বনিত মিবার মাঝ।

২১

হেথায় যবন-সেনানীনিকর
করি'ছে ভ্রমণ আনন্দ-ভরে ;
অমনি সহসা উঠিল চমকি'
'বম্ হর হর ভবানী' স্বরে।

২২

নিমেষে দেখিল রাজপুত-চমূ
নিষ্কোষি' কৃপাণ আসি'ছে সবে ;
অমনি যতেক মোগল-সেনানী
চলিল ছুটিয়া 'আল্লা হো' রবে।

২৩

ক্ষত্রিয় যবনে বাঁধিল সমর,
যুঝি'ছে বিক্রমে ক্ষত্রিয়চয় ;
ক্ষত্রিয়গণের তরবারি-ঘাতে
যবন-শরীর শোণিতময়।

২৪

বীরবর রাণা অসীম বিক্রমে,
একে একে অরি করিল নাশ ;
কতটী যবন করিল প্রস্থান
পরিহার করি' বিজয়-আশ।

২৫

সমরে বিজয় লভিয়া তখন
রাণা রাজসিংহ প্রফুল্ল মনে,
চলিলেন নিজ রাজধানী মুখে
লভি' প্রভাবতী ললনা-ধনে।

২৬

প্রতাপসিংহের দেহত্যাগ পরে
আছিল মিবার নির্জ্জীব প্রায় ;
আবার এখন হ'য়ে জাগরিত
দিল্লীর আসন গ্রাসিতে ধায়।

২৭

আরাবলী গিরি-শিখরে শিখরে
উড়িল নিশান সমীর-ভরে ;
কাঁপিয়া উঠিল ক্রূর আরংজীব
বসিয়া 'ময়ূর-আসন'পরে।

সম্পূর্ণ।

*Printed at the Vina Press—Calcutta*